বাংলাদেশে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মীথ কলেজ কমপিউটিং এণ্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিষয়ে তিন বৎসর মেয়াদী বিএসসি ডিগ্রী কোর্স চালু করার সাময়িক অনুমতি দিয়েছে ঢাকার মাইক্রোল্যাণ্ড ইনস্টিটিউট অব কমপিউটার এণ্ড ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানটিকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য চালু হওয়া কমপিউটার বিজ্ঞানে অধ্যয়নের মতোই মাইক্রোল্যাণ্ডে কমপিউটিং এণ্ড ইনফরমেশনস সিস্টেমস বিষয়ে পড়াশুনা করে বাংলাদেশের ছাত্ররা লাভ করতে পারবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি ডিগ্রী যা যুক্তরাজ্যের আভ্যন্তরীণ যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদানকৃত ডিগ্রীর সমমানসম্পন্ন। পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পুস্তক ও অন্যান্য পাঠ্যসামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি সবগুলো কাজই যেহেতু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে সেহেতু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জন করে একজন শিক্ষার্থী বিশ্বের সর্বত্রই আন্তর্জাতিকমানের বলে বিবেচিত হবেন। বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও গবেষণার বিপুল বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় প্রতিভাবানরা পূর্ণ উদ্যমে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নের সুবাধে এ প্রায়োগিক প্রযুক্তিতে দক্ষ ও কার্যকরী জনশক্তিতে পরিণত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে বলে মত প্রকাশ করেন মাইক্রোল্যাণ্ডের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমপিউটিং এণ্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক অধ্যক্ষ ডঃ আর আই শরীফ।

বলা দরকার, **কমপিউটার জগৎ** এর নভেম্বর '৯২ সংখ্যায় মাইক্রোল্যাণ্ড-এর উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই প্রতিবেদকের কাছে তিনি তিন বৎসর মেয়াদী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি চালু করার প্রচেষ্টার কথা জানিয়েছিলেন।

উল্লেখিত বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের এ সুযোগ যুক্তরাজ্যের বাইরের ছাত্রদেরকে প্রদানের নিমিত্তে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২-তে চালু সম্পূর্ণ নতুন একটি এক্সটারনাল প্রোগ্রামের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের মাইক্রোল্যাণ্ডকে ছাড়াও সাময়িক অনুমোদন দিয়েছে হংকং, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে।

গোল্ডস্মীথ কলেজ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি '৯৫ এর জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করে সাফল্য ব্যর্থতার মূল্যায়নের ভিত্তিতে এগুলোকে স্থায়ী অনুমোদন প্রদান করবে। তিনটি লেভেলে বিভক্ত নয়া এই মডুলারকে কোর্স ইউনিট বিএসসি ডিগ্রীটি পূর্ণকালীন কিংবা খণ্ডকালীন ছাত্র হিসেবে যথাক্রমে কমপক্ষে তিন কিংবা চার বছরে সম্পন্ন করা যাবে।

প্রতি লেভেলে সর্বোচ্চ চারটি ইউনিট সম্বলিত এই কোর্সটির জন্য সপ্তাহে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক সর্ব মোট ১২ ঘন্টার ক্লাশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

যারা গাণিতিক বিষয়সহ কমপক্ষে দু'টি বিষয়ে জিসিই এ লেভেল কিংবা ন্যূনতম সি গ্রেডে তিনটি বিষয়ে জিসি ও লেভেল উত্তীর্ণ হয়েছে তারা এই উচ্চতর ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া যারা উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জন করেননি কিংবা ২১ বছরের বেশী বয়সী তারাও ভর্তির আবেদন করতে পারবেন তবে সে ক্ষেত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এদেরকে উচ্চতর এ ডিগ্রীতে প্রবেশের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে অন্য কোনো বিশেষ কোর্স সম্পন্নের প্রমাণপত্র চাইতে পারে। বাংলাদেশের অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ, গণিত বা ইলেকট্রনিক্স বিষয় সহ বিএসসি (পাশ) বা অনার্স উত্তীর্ণ ছাত্ররাও এ কোর্সে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন।

তবে এরা প্রয়োজনীয় পারদর্শীতার প্রমাণ দিলে যথাসময়ে আবেদন করলে প্রথম ও দ্বিতীয় লেভেলে সর্বোচ্চ চারটি বিষয়ের অধ্যয়ন থেকে নিস্কৃতি (Exemption) পেতে পারেন। এতে করে এরা দুই বছরের মধ্যেই বিএসসি ডিগ্রীটি অর্জন করতে পারবেন।

এ ডিগ্রী অর্জন করতে বাংলাদেশী একজন ছাত্রের তিনবছরে ব্যয় হবে সর্বসাকুল্যে আড়াই লক্ষ টাকা-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পাবে ১৭০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সমপরিমাণ টাকা। জুনের কোনো এক সময়ে সাংবাদিক সম্মেলন ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব ব্যাপার সবিস্তারে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে বলে জানান ডঃ শরীফ।

ডঃ শরীফ এ প্রতিবেদককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জানান যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের ক্রমপ্রসারমানতার এ যুগে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অফুরান প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী তরুণদের হাতে অত্যাধুনিক একটি প্রযুক্তির জ্ঞান দানের এপথ চলায় তিনি হাজারো আশার আলো যেমন দেখেছেন তেমনি মুখোমুখি হয়েছেন কতক হতাশাব্যঞ্জক ঘটনারও।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ করবার মতো একটি ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের ডিগ্রীর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের মাপকাঠি। এ মাপকাঠির আওতায় স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং ৮৩ হতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ৮৪ হতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ডিগ্রী ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো ডিগ্রী বৃটেনে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য আজও স্বীকৃতি লাভ করেনি। এসব ডিগ্রীকে বৃটেন এ লেভেলের সমান বিবেচনা করে আসছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের এসএসসি-কে বৃটেনের 'ও' লেভেলের চেয়ে নিম্নমানের ধরা হয়। এমনকি শীর্ষ স্থান ও ষ্টার মার্কের তরুণরাও এ হতে রেহাই পায় না। এইচ এস সিকে ধরা হয় 'মোটামুটি ও-লেভেল'। পলিটেকনিক ডিপ্লোমাকে 'ও-লেভেলের চেয়ে খানিকটা উপরে ধরা হয়'। ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষামানের পারম্পর্য বিষয়ক কর্ম পুস্তকে বাংলাদেশের শিক্ষা মানকে সমমানের বৃটিশ শিক্ষামানের সমতুল্য গণ্য না করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এখন সময়মত কোর্স সমাধা করতে পারে না, আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হাঙ্গামায় কোর্স বিলম্বিত হয়, পরীক্ষা হওয়ার পিছায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

দৈনিক ইত্তেফাকের ১৩ জানুয়ারী ৯৩-তে এ বিষয়ে নাজিম উদ্দিন মোস্তানের এক বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হলে অনেকের টনক নড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গত চার মাসে একাডেমীক কাউন্সিলের শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ে তিন-তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়েও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হননি।

শিক্ষামানের ক্ষেত্রে অর্জিত অত্যন্ত বাস্তব অগ্রগতির আলোকে বৃটিশ কাউন্সিল ও বৃটেনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশের মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারের মধ্যে দুই দেশের শিক্ষামানের পারম্পর্য পুনঃ নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো আলোচনা বা অগ্রগতি হয়েছে বলে আমরা জানি না। এতে করে বাংলাদেশের বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, কমপিউটার বিজ্ঞান সহ নানা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রত্যাশী মেধাবী তরুণরা বঞ্চিত হচ্ছেন বৃটেনের উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশে।

মাইক্রোল্যাণ্ডে কমপিউটিং এণ্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রীতে ভর্তির জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তথা বৃটিশ কাউন্সিলের বেঁধে দেয়া গাইড লাইনের কারণে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিপুলায়তন মেধাবী, যোগ্য এইচ এসসি পাশ তরুণরা। এমনকি অবমূল্যায়নের শিকার হচ্ছেন ডিগ্রী ও অনার্স পাশ করা বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্ররাও। ডঃ শরীফ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ বৈষম্য নিরসনের আবেদন জানান।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাইক্রোল্যাণ্ডের 'কমপিউটিং এণ্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস' বিষয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত পাঠ্যক্রমটি একটি মডেল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন ডঃ শরীফ।

তিনি আরো জানান যে, তিনি ইতোমধ্যেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে ভর্তির যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তগুলো পুনঃবিবেচনার এবং বাংলাদেশের বিশেষতর মেধাবী এইচএসসি পাশ (যারা ইংরেজী, গণিত বা পদার্থ বিদ্যায় ৮০% বা তদূর্ধ নম্বর পেয়েছে) ছাত্রদের জন্যে শিথিল করার অনুরোধ করেছেন।

আমরা সরকারের কাছে দাবী করছি যে, উচ্চতর প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে সমতা বিধান করে বাংলাদেশের শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে তথা দেশের সৃষ্টিশীল মেধাবী তরুণদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকার, বৃটিশ কাউন্সিল তথা বৃটেনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান হোক এবং বাংলাদেশের ডিগ্রীর মান নতুনভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়া হোক।

তথ্য প্রযুক্তির এযুগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করবার জন্যে ও সুন্দর সৃষ্টিমুখর সমৃদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়াসে তরুণ প্রতিভাবানদের পথ চলাকে এ মুহূর্তে মসৃন করতে না পারলে আমরা আবারো শৃংখলিত হবো হতাশা বঞ্চনার নিকষ নিগড়ে।

কমপিউটার জগৎ এলবাম - ২

মে '৯২ থেকে এপ্রিল '৯৩ ২য় বর্ষের ১২ সংখ্যার এলবাম সুদৃশ্য মোড়কে ২০ শে জুন থেকে পাওয়া যাবে। দাম মাত্র দুইশত টাকা। আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

সাবিনা ফেরদৌস বীথি
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
কমপিউটার জগৎ
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-০১২০৫
ফোন : ৫০৬৪৮৫, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬